হৃদয় জানালা

মানব জীবনের মূল কথাটাই হচ্ছে ভালোবাসা। নানা অভিব্যক্তিতে ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে থাকে। নিরন্তর ভালোবাসতে পারাটাই যেনো বেঁচে থাকার সোপান। চাই না বাঁচতে আমি প্রেমহীন হাজার বছর। আপনার অনেক অব্যক্ত কথা হৃদয় জানালার পাতায় লিখুন। খুলে দিন অবরুদ্ধ কষ্টের দুয়ার। ভালোবাসার মানুষটিকে গভীরভাবে কাছের করে নিন...

আবার পেয়েও হারাবো...

প্রজাপতিরা ডানা মেলে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে বসে। আমি ওদের ভালাবাসা দেখে কল্পনার স্বর্গরাজ্যে চলে গেলাম। যেন ওদের কোনো পিছুটান নেই, নেই না পাওয়ার কোনো ব্যর্থতা, ব্যর্থতার গ্লানি। না পাওয়ার যন্ত্রণায় হৃদয়ে রক্ত ঝরছে নীরবে। হতাশা আর আকাঙ্ক্ষার ঠাঁই হয় না এক মেরুতে। সুমনা, তোমাকে এভাবে পাবো আবার পেয়েও হারাবো এটা চাইনি বিধাতার কাছে। শিকারির তীরে যখন পাখি বিদ্ধ হয় তখন শিকারি পায় আনন্দ আর তীরবিদ্ধ পাখিটি যন্ত্রণায় ছটফট করে। সুমনা, আমার মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়, হাসিও পায়। কারণ অভাগার সঙ্গে অভাগিনীর দেখা। তেল আর জলে যেমন মিল হয় না তেমনি তোমার আমার কোনো দিন মিলন হবে না। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ওপড়ের দিকে তাকাও দেখবে কত বিশাল। তবু দুঃখ নেই, তবে অভিমান আছে তোমার প্রতি কারণ আজকে তোমার কারণেই দু'জন দু'মেরুতে। অথচ দু'জনারই ছিল বিশাল হৃদয়, যে হৃদয়ে ভালোবাসার অভাব ছিল না। সুমনা, তোমাকে আমি হারাতে চাই না। আমার আর সূর্যাস্ত দেখা হলো না। আকাশে মেঘ ছিল। তোমারী হাত ধরে ভোরের কুয়াশায় পা বাড়ানো হলো না আমার। হয়তো তুমি একদিন চলে যাবে দূরে বহুদূরে। তোমাকে নিয়ে আমার একটি স্বপ্ন, কামনা, বাসনা আছে। আমি চাই তুমি আমার প্রিয় বন্ধু এবং ভাবি হবে। সেজন্য তুমি আমাকে স্বার্থপরও বলতে পারো। জানি না বিধাতা সে আশা পূরণ করবে কি না। তবে আমি ধন্য হবো। কাছে থেকে তোমাকে আমি দেখতে পাবো সেটাই আমার সার্থকতা। আমি চাই না আমার সুমনা আমার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাক।

মোঃ হেমায়েত হোসেন
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা

চাই ভালোবাসা

পৃথিবীতে যার মা-বাবা নেই, নেই কোনো আশ্রয়; তার প্রতি এ সমাজের এতো অবজ্ঞা কেন? এতিম ছেলেটি আর দশজনের মতো এলাকার ত্রাস কিংবা টেরর হতে পারতো। ছেলেটি ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে নিয়ে অখাদ্যকে খাদ্য ভেবে খেয়েছে, লাইটপোস্টের আলোকে নিজের বাতি ভেবে গ্র্যাজুয়েশন করেছে। পিছুটান ছিল না বলে সমাজের নানা বিপদে ওকে ঠেলে দিতো অথবা প্রায় সময় এ সমাজের মুখগুলোকে স্বজন ভেবে নিজেই মৃত্যুকে ভৃত্য ভেবে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিপদ কেটে গেলেই এই সমাজ আবার ছেলেটির জন্ম নিয়ে সংশয় করে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাহলে ছেলেটি কি বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, এ পৃথিবীর কেউ ভালোবাসতে জানে না?

সাইক, প্র/পিপলস বুক এজেন্সী, চট্টগ্রাম নতুন রেল স্টেশন, চট্টগ্রাম

আমি যেনো হারিয়ে গেছি

তুমি আমার বুকে হাত রেখে বলেছিলে যদি অনুভূতির দ্বার খোলে কভু তোমার তবে এসো। আমার 'হৃদয় জানালা' সারাটা জীবন তোমার জন্য খোলা। এই হৃদয়ে তুমি থাকবে। শুধু তুমি। সেই থেকে তুমি যতবার ভালোবাসার গল্প শোনাতে, আমি ততবারই তোমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি যেন হারিয়ে গেছি তোমার মাঝে। আর তুমি? তুমি দু'হাত উঁচু করে দিয়ে বলতে আজ তোমার-আমার ভালোবাসা পৃথিবীর এপার-ওপার পৌঁছে দেবে। প্রয়োজনে প্লুটোতে একটা সুখের নীড় গড়ব। সেখানে নাচব, গাইব, হাসব। কেউ দেখবে না। আমার স্বর্গীয় সোহাগ দিয়ে তোমার ঘুম ভাঙার মেঘের তুলোপাহাড় লজ্জায় লুকাবে তখন। তোমার উচ্ছ্বাস, উৎফুল্য চোখের দিকে আমি শুধু বোবা চোখে অকৃপণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। আর নির্বোধের মতো সব শুধু শুনে যেতাম। আমি জানতাম ভালোবাসা মানে এটাই। কেননা আমি শুনেছি চন্ডিদাস আর রজকিনীর কথা। রাধার প্রেমে গাধা হয়ে বিষ্ণপুরের কৃষ্ণ সাড়া দেয়নি। ত্রিপল অক্ষির প্রেমজ্যোতিতে পুড়েছিল রাঁধাকৃষ্ণ। আমিও তো সেই প্রেম অনলে পুড়তে চেয়েছিলাম। তাই তো তোমার সাজিয়ে বলা মিথ্যা প্রবঞ্চনামূলক কথা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি বলে খুব সহজে বদলে গেলে। আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে সামলে নিলে নিজেকে। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রেমানলে পুড়ে যাওয়া হৃদয়টা দেখে নিঃশব্দে হাসছো। বাহ্! তোমাকে বাহবা না দিলে ভুল হবে। তুমিই পেরেছো তোমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে।

গোলাম ছারওয়ার, ১৬ নং নারিন্দা রোড, সূত্রাপুর ঢাকা

আহত হৃদয়

জানালার সরু ফাঁক দিয়ে একচিলতে নক্ষত্রের আলোতে ঘুম ভেঙে গেল আমার। কিসের যেন টিক টিক শব্দ হচ্ছে কানের পাশে। মাথাটা তুলে দেখি টেবিল ঘড়ির স্ক্রিনে তিনটি কাঁটার, একটি কাঁটা খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছে। হঠাৎ হৃদয়ের গভীর কোনো এক বিকট শব্দের অনুভূতি হলো। মন বলছে জীবন গতির কাঁটা তারচেয়েও যেন বেশি দ্রুত দৌড়াচ্ছে। দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন, প্রতিনিয়িত কর্মব্যস্ততায় ভুলতেই বসেছিলাম জীবনের স্বাভাবিকতাকে। পিছু ফিরে দেখি সুবিশাল পৃথিবীতে বড় একা আমি। কেউ নেই আমার আহত হৃদয়কে এক মুঠো আলতার ছোঁয়া দিয়ে কাছে জড়িয়ে নেবার। সঙ্গিহীন রাত্রি যে কত প্রসারিত তা এতোদিনে অনুধাবন করতে পারলাম। এখন আমার নিতান্তই প্রয়োজন এক অজানা কাউকে আপন করে কাছে পাওয়া। রূপসী বাংলার বুকে এমন কেউ কি আছেন যে তার অভিমান ভেঙে ভালোবাসা অনুরাগী হৃদয় দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেবে আমার জীবন যুদ্ধে? আমি তার স্পর্শে কম্পিত হয়ে স্বপ্ন এঁকে যাবো বেঁচে থাকার বাকি দিনগুলোর।

দুলাল মাহমুদ জিকু
Blk-63, Yung Kuang Road
 # 17-71, Singapore-610063